ছান্দোগ্য উপনিষদ প্রথম অধ্যায়, দ্বাদশ খণ্ড। শৌব উদ্গীথ।

ভূমিকা।

মহর্ষি বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়(১৮৭৫-১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) এবং তাঁর প্রধান শিষ্য মহর্ষি ত্রিদিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৯২৩-১৯৯৪) উপদেশের দ্বারা যা বোধগম্য হয়েছে সেই অনুসারে যথাসাধ্য এই উপনিষদের অর্থ লিখিত হল। এখনো হাওড়ার কালীকুণ্ডু লেনে ঋষি বিজয়কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বমাতা এবং দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়।----দেবকুমার লাহিড়ী।

ছান্দোগ্য উপনিষদ প্রথম অধ্যায়, দ্বাদশ খণ্ড।

শৌব উদ্গীথ।

সারাংশ।

বাহির বলে যা অনুভূত হচ্ছে, যা বহির্বিশ্ব, তা যে পবমান প্রাণের প্রবাহ, যা কালের আকারে প্রকাশ পাচ্ছে, এই উপনিষদে সেই বিষয়ে বলা হয়েছে। প্রাণকে এই ভাবে দেখে অন্নকে কি ভাবে উদ্গান করতে হয়, কাম্যকে কি ভাবে দেবতাদের অধিকারের মধ্য দিয়ে আনতে হয়(গান করতে হয়) তা বলা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়, দ্বাদশ খণ্ড।

১।১২।১

অথাতঃ শৌব উদ্গীথস্তদ্ধ বকো দাল্‌ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ স্বাধ্যায়মুদ্বব্রাজ।

অথ(অনন্তর) অতঃ (এই জন্য)শৌব(শ্বন্ বা কুকুর সম্বন্ধীয়) উদ্গীথঃ(উদ্গীথ); তৎ হ (সেই সময়ে) বকঃ দাল্‌ভ্যঃ(দল্‌ভের পুত্র বক) গ্লাবঃ বা মৈত্রেয়ঃ (মৈত্রেয় গ্লাব) স্বাধ্যায়ম্ (স্বাধ্যায়ের জন্য) উৎ (উৎ ক্ষেত্রে বা ঊর্দ্ধ ক্ষেত্রে) ব্রবাজ (গমন করেছিলেন)।

নিরুক্ত।

শৌব বা শ্বন্ মানে ‘কাল’ বিষয়ক। কুকুরকে এই কারণে ‘শ্ব বা শ্বন্’ বলা হয় তার কারণ কুকুরা শাসন মেনে চলে (যে কাল আধিপত্য করছে তাকে মেনে চলে), অত্যধিক প্রভু ভক্ত হয়।

শু+অ=শ্ব

সু+অ=স্ব

‘শু’ ধাতুর অর্থ ‘চলা’। কালের দ্বারা সবাই চালিত হয়।

আবার ‘সু’ ধাতুর অর্থও ‘চলা’ হয়।

আত্মাই চলেছেন, ইহা ‘স্ব’ বা ‘স্বর’---স্বয়ং রঞ্জনা।নিজেরই বিচ্ছুরণ। নিজের থেকেই, আত্মস্বরূপ থেকেই, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ বেরিয়ে আসছে, এর নাম সোম। যেখান থেকে বেরোয় সে ‘স্ব’।দন্তের দ্বারা, দময়ন্তীর দ্বারা, দেবশক্তির দ্বারা ভোগ হচ্ছে; দ্যুলোকের ভোগ আসছে, তাই ‘দন্ত স’ এ ‘উ-কার’। নিজেতেই ভোগটা মিশে নিজের সাথে মেখে গিয়ে নিজেরই আলো হয়ে বিকীর্ণ হয়, এর নাম চন্দ্রমা বা সোম।

আর যখন দর্শন হয় ‘শক্তি প্রধান’, নিজেকে নিজে খণ্ডণ করে আলাদা করে দিচ্ছেন, দ্বিতীয় করছেন। এই রকম ক্রিয়া, চলা হল ‘শ্ব’। ‘স্ব আর ‘শ্ব’ একই সাথে চলেছে। ‘স্ব’ এর গতির নাম প্রাণ; ‘শ্ব’ এর গতির নাম কাল।

বক দাল্ভ্য-দল্ভ পুত্র বক। ‘দল্’ ধাতুর অর্থ ‘বিদীর্ণ’ করা।‘দল্ভ’---বিদীর্ণ করে এবং ‘ভা’ বা দ্যুতি সম্পন্ন। যা বিদীর্ণ করে, উপনিষদে তাকে বিদ্যুৎ বলা হয়েছে।

সুতরাং ‘বক দাল্ভ্য’ অর্থে সেই ঋষি যিনি বাক্ বা শক্তির এই যে বিদীর্ণতা, যা জড়কে, জাড্যকে বিদীর্ণ করে চেতনাকে প্রকাশ করতে পারে, তার দ্রষ্টা। বাক্ বা কালের দ্বারাই জড়ত্ব দূর হয়ে চেতনা প্রকাশ পায়।

গ্লাব---গ্লৈ ধাতু সম্পন্ন----গতি বা সব কিছু লীন হচ্ছে। গ্লাব অর্থে যাঁর কাছে কিছু পাওয়া যাবেনা, বা যেখানটা আবৃত। যে দেবতা আবৃত করে রাখেন তাঁর নাম ‘বরুণ’।

মৈত্রেয়-মিত্র ভাবময়---যে অভীষ্টকে প্রকাশ করে।

সুতরাং ‘গ্লাব বা মৈত্রেয়’ অর্থে সেই ঋষি বা দ্রষ্টা যিনি ‘মিত্রাবরুণ’ কে জানেন।

স্বাধ্যায়= স্ব +অধ্যয়ন---নিজেতে অধ্যয়ন করা বা নিজেতে দর্শন করা।

১।১২।২

তস্মৈ শ্বা শ্বেতঃ প্রাদুর্বভূব তমন্যে শ্বান উপসমেত্যোচুরন্নং নো ভগবানাগায়ত্বশনায়াম বা ইতি।

তস্মৈ(তাঁদের জন্য বা সেই ঋষিদের জন্য) শ্বা (শ্ব বা কুকুর) শ্বেতঃ (শ্বেত বর্ণ)প্রাদুর্বভূব (প্রকৃষ্ট রূপে আবির্ভূত হলেন); তম্(তাঁকে, শ্বেত বর্ণ কুকরকে) অন্যে(অন্য) শ্বানঃ(শ্ব বা কুকুররা) উপসমেত্য(নিকটে সমাগত হয়ে) ঊচুঃ(বললেন) অন্নম্(অন্নকে) নঃ(আমাদের জন্য) ভগবান্(ভগবান) আগায়াতু (গান করুন, বা আমাদের কাছে নিয়ে আসুন); অশনায়াম (ভোজন বা খেতে ইচ্ছা করি) বৈ ইতি।

নিরুক্ত।

শ্বেত = শ্ব(কাল) + ইত(গমন করা); কাল যাঁতে গমন করেছে। শক্তি যাঁতে গমন করে সমতায় রয়েছেন তা শ্বেত বর্ণ। সমতা হেতু শ্বেত, কোন বিশেষ বর্ণের প্রাধান্য নেই। কাল যাঁতে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে এবং কালের ক্রিয়াশীলতার মূলে যিনি থাকেন,তাঁর বর্ণ শ্বেত।

অন্ন–প্রাণ বা অনের যে পোষণ বা পুষ্টিদায়িনী স্বরূপ।

প্রাণের সৃষ্টি, স্থিতি,লয় এই ক্রিয়া প্রধান স্বরূপের নাম ‘কাল’। কাল= ‘কঃ লয়তি---কে লীন হচ্ছে?’ অথবা, ‘কাল= কম্ লয়ামি---কাকে লয় করি?’

প্রাণের সাথে ‘নয়’(নিয়ে চলা, সংস্কৃত ‘নী’ ধাতু সম্পন্ন) শব্দ প্রয়োগ হয়; যিনি অগ্রণী হয়ে, নায়ক হয়ে নিয়ে চলেন, তিনি প্রাণ, অগ্নি। কালের সাথে ‘লয়’ শব্দ প্রয়োগ হয়। লয়ের দিকে নিয়ে চলেছেন যিনি। প্রানই কাল, ইনি পুরাতন কে লীন করে নবীনতার দিকে নিয়ে চলেন।

আগায়াতু---গান করুন , আগমন করান, বা নিয়ে আসুন। প্রাণ থেকেই অন্ন আসে ,কাম্য আসে। গান করে যেমন কোন একটি বিশেষ ভাবকে বা বিষয়কে ফোটানো হয়, সেই রকম নিজেকে প্রাণময় বা চিন্ময় যেনে গানের দ্বারা, শব্দের দ্বারা কাম্যকে আনা যায়।

অশনায়াম--ভোজন বা খেতে ইচ্ছা করি; ‘অশনা’ শব্দ ‘অশ্’ ধাতু সম্পন্ন এবং অর্থ হলো ‘খাওয়ার ইচ্ছা’।(‘অশনায়া হি মৃত্যুঃ’---বৃহদারণ্যক উপনিষৎ{প্রথম অধ্যায়,দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ।})

মৃত্যু বা কাল বা প্রাণ আমাদের ভোগ করছেন, আত্মসম্মিত করছেন(হজম করছেন), এর নাম কাল প্রবাহ।সৃষ্টির মূলে এই ‘খাবার ইচ্ছা রয়েছে’।(ন এব ইহ কিম্ চন অগ্রে আসীৎ, মৃত্যুনা এব ইদম্ আবৃতম্ আসীৎ অশনায়য়া----আগে কিছুই ছিল না, শুধু অশনা রূপ মৃত্যুর দ্বারা সব কিছু আবৃত ছিল--- বৃহদারণ্যক উপনিষৎ{প্রথম অধ্যায়,দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ।})

সেই অন্য শ্ব বা প্রাণ বা মহাকালের অনুগামীরা প্রাণের থেকেই অন্ন আসে বা ভোগ্য আসে তা জেনে তাঁরা অমৃতেরই ভোক্তা হন, কেননা কাল তাঁদের কাছে প্রাণ।

(এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভারতবর্ষের অনেক সাধক শ্মশানে কুকুর সঙ্গী হয়ে কাল কাটিয়েছেন।)

১।১২।৩

তান্ হোবাচেহৈব মা প্রাতুরপসমীয়াতেতি তদ্ধ বকো দাল্ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ প্রতিপালয়াঞ্চকার।

তান্ (তাঁদের বা সেই কুকুরদের) উবাচ(বললেন; শ্বেত কুকুর বললেন) ইহ এব(এখানেই) মা(আমার কাছে) প্রাতঃ(প্রাতঃ কালে, সকাল বেলায়) উপ সমীয়াত (উপনীত হয়ো বা এসো); তৎ হ (সেই সময়ে) বকঃ দাল্ভ্যঃ (দাল্ভ্য বক) গ্লাবঃ বা মৈত্রেয়ঃ (মৈত্রেয় গ্লাব) প্রতিপালায়ঞ্চকার (অপেক্ষা করে রইলেন)।

নিরুক্ত।

প্রাতঃ কাল; প্রাত= প্র (প্রকৃষ্ট) + আতন্ (বিস্তার)। যে কালে প্রাণ নিজেকে বিস্তার করেন, বা যে কালে প্রাণ কাম্যকে প্রকাশ করেন। (এই জন্য সূর্যের একটি নাম ‘মিত্র’, যেহেতু কাম্যকে প্রকাশ করেন।)

১।১২।৪

তে হ যথৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ সংরব্ধাঃ সর্পন্তীত্যেবম্ আসসৃপুস্তে হ সমুপবিশ্য হিং চক্রুঃ।

তে হ (তাঁরা) যথা এব (যেমন) ইদম্(এই) বহিষ্পবমানেন(বহিঃ পবমান) স্তোষ্যমাণাঃ(স্তুতি করা কালীন) সংরব্ধা(সম্যক রূপে আবদ্ধ;সংলগ্ন) সর্পন্তি(সর্পের ন্যায় ভঙ্গীমায়) ইতি এবম্(এই ভাবে) আসসৃপুঃ(সরীসৃপের মতো চলেছিলেন); তে হ (তাঁরা) সমুপবিশ্য(সম্যক রূপে উপবেশন করে) হিং(হিংকার) চক্রুঃ(করেছিলেন)।

নিরুক্ত।

বহিষ্পবমান (সোম)----প্রাণ প্রবাহিত হলে বাহির এবং অন্তর এই দুই দিক্ রচনা হয়। সাধারণতঃ অন্তর্মুখী ক্রিয়াকে প্রাণক্রিয়া এবং বহির্মুখী ক্রিয়াকে কাল বা কালক্রিয়া বলা হয়। প্রাণই বহিঃ হয়েছেন, নিজের থেকে প্রবাহিত হয়ে বহির্বিশ্ব রচনা করছেন, এর নাম বহিষ্পবমান। বাহির হলেও তা নিজেরই রূপ, নিজেতে সংল্গন বা আপ্লুত জ্যোতী (সোম, চন্দ্র), তাই এর নাম বহিষ্পবমান সোম।প্রাণ দর্শনে বাহিরটা সোম হয়ে যায়, নিজেতে সংলগ্ন নিজের জ্যোতী বলে দৃষ্ট হয়।

সংরব্ধা(সম্যক রূপে আবদ্ধ;সংলগ্ন) সর্পন্তি(সর্পের ন্যায় ভঙ্গীমায়) ইতি এবম্(এই ভাবে) আসসৃপুঃ(সরীসৃপের মতো চলেছিলেন)।

সর্প বা সরীসৃপ গতি----হৃদয় গতি, বুকে চলা। প্রাণের গতি হৃদয় গতি, প্রাণ মানেই ‘হৃদয়’। ‘হৃদয় গতি’ অর্থে ‘সবাইকে নিজেতে ধারন করে চলা’ এবং এর বৈদিক নাম ‘দধিক্রা’।

সংরব্ধা সর্পন্তি ইতি এবম্ আসসৃপুঃ--- বহিষ্পবমান সোম বা প্রাণকে দেখে তাঁরা সেই প্রকারই প্রাণময় বা গতিময় হয়েছিলেন।

হিং---যে কোন কর্ম্ম, প্রাণের বা কালের যে কোন প্রকাশের প্রথমে প্রাণের যে ত্বদবিষয়ে নিশ্চয়াত্মক বোধ ফুটে তা ‘হিং’। আবার প্রাণের সেই বেদন থেকে আমাদের মধ্যে যে নিশ্চয়াত্মক বোধ বা বেদন জাগে তাও ‘হিং’।প্রাণ, অন্ন বা সোম হয়ে আসছেন এইটি দেখতে পেয়ে তাঁরা ‘হিং’ করলেন বা বেদনময় হলেন।

১।১২।৫

ওহমদাহমোংহ পিবাহমোংহ দেবো বরুণঃ প্রজাপতিঃ
সবিতাহন্নমিহাহরদন্নপতেহন্নমিহাহরাহরোহমিতি।।

ওম্ (ওঁ) অদাম(অদন করি;ভোজন করি) ওম্(ওঁ) পিবাম (পান করি) ওম্(ওঁ) দেবঃ (হে দেবতা) বরুণঃ(বরুণ), প্রজাপতিঃ(প্রজাপতি), সবিতা(সবিতা) অন্নম্(অন্নকে) ইহ(এখানে) আহর(আহরণ করুন)।অন্নপতে (হে অন্নপতি) অন্নম্(অন্নকে) ইহ(এখানে) আহর(আ্নুন) আহর(আনুন) ওম্(ওং) ইতি।

নিরুক্ত।

ওঁ অদাম-যাঁতে কালের তিনটি ক্রম একত্রে থাকে, যাঁর ক্রিয়াশীলতার নাম প্রাণ,যিনি অক্ষর আত্মস্বরূপ, সমস্ত অদন বা ভোগ তাঁতেই। ‘অদন’ বা ‘খাওয়া’ বলে যে ভোগ, যাতে সৃষ্টি, স্স্থিতি ও লয়, এই তিনটি ক্রম আছে, তা ওই অক্রম, অক্ষর থেকে প্রকাশ পায়, ওনাতেই ভোগ হয়, ওনাতেই সমাপ্ত হয়।

ওঁ পিবাম--যাঁতে কালের তিনটি ক্রম একত্রে থাকে, যাঁর ক্রিয়াশীলতার নাম প্রাণ,যিনি অক্ষর আত্মস্বরূপ, সমস্ত ‘পান’ তাঁতেই। ভোগের যে আপ্তি তা যে ক্রিয়ার দ্বারা হয় তা অপ্ বা জলের দ্বারা বা পানের দ্বারা হয়।

ভোগটা আমাতে এল-----আপ্তি।

ভোগটা সম্যক ভাবে হলো, একেবারে মাখামাখি হয়ে আমার জ্যোতী হয়ে গেল---প্রাপ্তি।

সমস্ত ভোগের ক্রিয়া অন্তে নিজেতেই ফিরে গেল---ভোগটা হয়ে গেল, কিন্তু ‘বেশ খেলাম, বেশ ভোগ করলাম’ এটা রইল---সমাপ্তি।

অন্নপতি---প্রাণ।

বরুণ---যাঁর দ্বারা অন্ন আবৃত থাকে।এই আবরণকে উন্মুক্ত করে অন্ন যে প্রকাশ পায় তার সাধক বা দেবতা ‘মিত্র’।

প্রজাপতি---অন্নের বিভাজন এবং ভোগ যাঁর নিয়ন্ত্রনে হয়।

সবিতা---ভোগের আরম্ভ থেকে অন্ত সব যাঁর অধিকারে তিনি সবিতা। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই তিনটিই এঁর প্রকাশ বা সবন।